

ধর্ম

হাদিসের বাণী

মৃত্যু-পরবর্তী অসিয়তের গুরুত্ব, ধরন ও নমুনা

প্রতিবেদক: ধর্ম ডেস্ক

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



সংগৃহীত ছবি

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলমানের কাছে অসিয়ত করার মতো কোনো কিছু থাকলে, অসিয়ত ব্যতীত তার দু রাত অতিবাহিত করা উচিত না। বরং তার কাছে তার অসিয়তনামা থাকা অবস্থায় রাত অতিবাহিত করা উচিত।

সহিহ মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত অতিবাহিত করার কথা আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শোনার পর থেকে আমার এক রাতও অসিয়তনামাবিহীন কাটেনি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৭৩৮; সহিহ মুসলিম: হাদিস : ৪২০৪; মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ৪৫৭৫)

অসিয়তের একটি নমুনা
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর।

আমি মুহাম্মাদ/মুসাম্মাৎ..... মহান আল্লাহ, ও তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রেখে-জেনে-বুঝে, সজ্ঞান ও সুস্থ মস্তিষ্কে আমার স্ত্রী-সন্তান ও (ওয়ারিশদের) এ মর্মে অসিয়ত করে যাচ্ছি যে, তোমরা সদা-সর্বদা ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থাকবে এবং তোমাদের মৃত্যু যেন হয় ঈমানের সঙ্গে, সেজন্য সচেষ্ট থাকবে। সদা-সর্বদা অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে চলবে। তোমরা সকলে মিলেমিশে থাকবে। পরস্পর সুন্দর আচরণ করবে।

আত্মীয়তার ও রক্তসম্পর্ক বজায় রেখে চলবে। আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদের দাওয়াত দেবে ও তাদের দাওয়াত কবুল করবে। একজনের প্রয়োজনে অপরজন এগিয়ে আসবে, পরস্পর সহযোগিতা করবে। আল্লাহ না করুন তোমাদের কারোর অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে অপরজনেরা তার পাশে এসে দাঁড়াবে। আল্লাহ তোমাদের ইহকাল ও পরকালীন মঙ্গল দান করুন।

আমার মৃত্যুর পর তোমরা কেউই বিলাপ করে কান্নাকাটি করবে না। জানাজা ও কাফন-দাফনে সহিহ সুন্নাহ মোতাবেক সবকিছু সম্পন্ন করবে। সাত দিনে বা চল্লিশ দিনে কোনো খানাপিনার আয়োজন করবে না। বিদআত ও শরিয়ত বহির্ভূত অন্য কোনো কাজ করবে না। আমি শরিয়তের পরিপন্থী প্রত্যেক কর্ম ও কথা থেকে সম্পর্কহীন। আমার রেখে যাওয়া সম্পত্তি বা টাকার পরিমাণ, টাকা, প্রথমে আমার কৃত ঋণ পরিশোধ, তারপর অমুক মসজিদ, অমুক মাদরাসা বা অমুক ব্যক্তিকে এবং অমুক ইয়াতিমখানায় এত টাকা দান করে দিও। বা কোনো আপনজন সন্তানাদি মারা গেলে নাতি-নাতনী বা পালকপুত্রের জন্য কোনো টাকা দিতে চাইলে এভাবে বলবে যে, অমুক আমার নাতনী তাদের জন্য এই অংশ বা এই জমিজমা বা ইত্যাদির অসিয়ত করে গেলাম। এই আমার অসিয়ত।

আমার এ অসিয়তনামায় কেউ কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না, বা ঝগট করতে পারবে না। করলে এর পাপের বোঝা তার উপরই বর্তাবে। আর আল্লাহর নিকট সকলের জন্য সৎকর্মের তাওফিক এবং তার দয়া কামনা করি।

সাক্ষী (১) -----নাম :-----পিতা :-----

সাক্ষী (২)-----নাম :-----পিতা :-----

তারিখ :---

স্বাক্ষর :-----

এ বিভাগের আরও খবর



বাংলা ভাষায় সুফি তাফসিরের একাডেমিক পরিসর বিস্তারের আহ্বান
বাংলা ভাষায় কুরআনের সুফি তাফসিরটাকে আরও বিস্তৃত ও প্রাতিষ্ঠানিক একাডেমিক পরিসরে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে খাজা ওসমান ফারুক...



অমুসলিম ছেলের সঙ্গে মুসলিম মেয়ের পালিয়ে বিয়ে: ইসলাম কী বলে?
বর্তমান সময়ে গ্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক বিরোধ এবং সামাজিক নানা বাস্তবতার কারণে তরুণ-তরুণীদের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ঘটনা কম নয়। তবে যখন একটি...



ঈদে মিলাদুন্নবি উপলক্ষে চট্টগ্রামে জশনে জুলুস শুরু
চট্টগ্রামে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সো.) উপলক্ষে ৫৫তম ঐতিহাসিক জশনে জুলুস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শান্তি, মানবতা ও অহিংসার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এ জুলুস...



জুমার নামাজের ইতিহাস, কখন থেকে শুরু হয় এই রীতি
ইসলামে সন্তোষের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ দিন অরুশার বা 'ইয়াওমুল জুমআ'। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের জন্য জুমার দিনটি সাপ্তাহিক উৎসবের দিন হিসেবে বিবেচিত...

